বিদ্রোহী সন্ন্যাসী

বিদ্রোহী সন্ন্যাসী

চিরশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চ

BIDROHI SANNYASI

A Book on Swami Vivekananda

By Chirasree Bandopadhyay

First Published
January, 2026

ISBN 978-81-7332-403-1

Price
₹ 295

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০২৬

দাম
₹ ২৯৫

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

ঈপ্সিতাকে ...
বিপ্লবীরা যার অনুপ্রেরণা
বিবেকানন্দ আদর্শ

সূচি

ভূমিকা	০৯
অকুতোভয় বিলে	১৩
অনমনীয় নরেন্দ্র	২১
নির্ভিক পরিব্রাজক : উত্তর ও পশ্চিম ভারত	৩৫
নির্ভিক পরিব্রাজক : দক্ষিণ ভারত	৪৭
অজানার ডাকে বিদেশে	৫৯
একক বিজয়ী ধর্মমহাসভায়	৭১
দেশপ্রেমী গৈরিকধারী আমেরিকায়	৮৫
দেশপ্রেমী গৈরিকধারী ব্রিটেনে	১১২
বীরোচিত প্রত্যাবর্তন	১৩১
অগুন্তি বিপ্লবীর অনুপ্রেরণা	১৫৩

ভূমিকা

রোমা রোলাঁ বলেছেন, ''He was a prince despite all disguise'' অর্থাৎ রাজবেশে নেই অঙ্গে তবু যিনি রাজেশ্বর— এমনই এক সূর্যপুত্রের নাম বিবেকানন্দ। সূর্য যেমন সপ্তরঙের ছটাকে সম্মিলিত করে এক শুভ্র উজ্জ্বল দীপ্তির আলোয় ভরিয়ে তোলে চারিদিক, তেমনই তিনি। অনন্ত গুণরাশির সমাহার গড়ে তুলেছে তাঁকে। সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তাঁর কোনো একটি গুণ প্রতিফলিত হলে অবাক বিস্ময়ে লোকে চেয়ে দেখে তাঁর দিকে, ঠিক যেমন অস্তরাগের প্রহরে মেঘের প্রতিফলনে সূর্য তার রঙের পসরা সাজিয়ে মুগ্ধ করে, করে বাকরুদ্ধ, তেমনি করে।

অনন্ত গুণের অধীশ্বর তিনি। অপূর্ব রূপবান, যোগীর চোখে সম্মোহনী দৃষ্টি। তাঁর সুন্দর গানের গলা, রন্ধন-পটুতা, মেধা বুদ্ধি, যুক্তি তর্কের ধার, মোহময় বাচনী শক্তি ইত্যাদির মতো অজস্র গুণরাশি মন্ডিত হয়ে থাকে এক দিব্য আধ্যাত্ম দ্যুতির আলোকে, কারণ ঠাকুরের কথায় তিনি জন্মসিদ্ধ। আর তাঁর মতে ধর্ম বা আধ্যাত্মভাব কোনো পৃথক গুণ নয়, it is being and becoming, অর্থাৎ এমন একটি ধারা যা মানুষের জীবন পথের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তারই জীবনের অঙ্গ। কিন্তু স্বামীজির ভিতরের এত রকমের গুণ ও ক্ষমতার মধ্যে যেটি সবচেয়ে অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল তাঁর অভাবনীয় সাহসিকতা, ঠাকুর যাকে 'বীর'-এর উপাধি দিয়েছিলেন, মা সম্বোধিত করেছিলেন 'খাপ খোলা তরোয়াল' বলে। সেই সাহসিকতা আর বীরোচিত মনোভাবই তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দিয়েছে, প্রতিষ্ঠিত করেছে বিশ্ব-দরবারে। এই সেই ক্ষমতা যার জোরে তিনি জগতজয়ী হয়েছেন। এক কপর্দকহীন সন্ন্যাসী হয়ে একাকী সাগরপার করে পূর্ণ করেছেন তাঁর 'মিশন', তাঁর প্রাণের গুরু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আসনটি পেতেছেন জগত সভা মাঝে। প্রচারিত করেছেন তাঁর বাণী, মানুষের মঙ্গল কামনায়।

এই সাহসিকতাও তাঁর জীবনের এমনই এক অঙ্গ যা জড়িয়ে রয়েছে তাঁর আধ্যাত্ম দ্যুতির মতো প্রতিটি ধরনে, কাজে ও গুণাবলীর মাঝে। ছোট্ট বয়স থেকেই ছিলেন তিনি নির্ভিক, বীর, আত্মপ্রত্যয়ী ও অদম্য সাহসী। যে কোনো কাজ করার ভালো মন্দ বিচারে তাঁর শুদ্ধ অন্তরের নিষ্কলঙ্ক পবিত্র বিবেক নির্দেশ দিত। ছেলেবেলায় মা ভুবনেশ্বরী দেবী শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন, সবসময় ন্যায়ের ও সততার পথে থাকতে। তাতে যদি ফল

বিরুপও হয় তবু সত্যকে কখনও পরিত্যাগ না করতে। মায়ের দেওয়া শিক্ষা মনে রেখেছিল বিলে আর চালিত করেছিল নিজেকে সেইমতো, ছোটবেলা থেকেই। অতঃপর যে কোনো সৎ ও সঠিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে করে ফেলার বিষয়ে সে ছিল দ্বিধাহীন, একনিষ্ঠ। এইসব পরিস্থিতিতে সে এমন কিছুও করে দেখাত যা তার বয়সী কোনো বালকের ক্ষেত্রে অসম্ভব। এভাবেই সে তার মাত্র ছয় বছর বয়সে তারই বয়সী আরেকটি ছেলেকে ছুটন্ত ফিটন ঘোড়ার সামনে থেকে বাঁচিয়েছিল।

পরবর্তীকালে এই বীর মন্ত্রই নরেন্দ্রকে পরিব্রাজক নরেন্দ্রনাথ করে, ভারতকে চেনায় পথে পথে পদব্রজে। এই বিশাল প্রাচীন দেশকে ও তার মানুষদের জানতে সাহায্য করে। পরিপূর্ণ করে তোলে তাঁকে সর্বস্তরের জ্ঞানের আলোকে। তিনি জানতে পারেন তাঁর মিশন, তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের কথা, সাঁতরে পার হওয়া ভয়ঙ্কর ঢেউয়ের তোড়ে উথাল-পাথাল ত্রি-সাগর সঙ্গমের শীর্ষের প্রস্তরে বসে। সর্ব কুসংস্কারের অলঙ্ঘনীয় সামাজিক বেড়াজালকে লঙ্ঘন করে, সে যুগের 'কালাপানি' পেরিয়ে নিয়ে যায় তাঁকে সুদূর পশ্চিমের অতি উন্নত আধুনিক ধনী দেশ আমেরিকায়। অগুন্তি ঝঞ্ঝা পেরিয়ে সেখানে ছাপ ফেলেই ক্ষান্ত হন না তিনি, আসেন ব্রিটেনে, তাঁর শাষক দেশের ডেরায়, তাঁর বেদান্ত প্রচারের সনাতনী ঝুলি কাঁধে। সবই ঐ বীরত্বেরই প্রতিফলন। অতি সাহসী সন্ন্যাসীর অটুট আত্মমনোবলের ভিত্তিতে গড়ে তোলা দুঃসাহস ও বীরত্বের কাহিনি। অপরাজেয় তিনি সব স্তরে, তা সে দূর্গম গিরি কান্তার মরুপ্রান্তর হোক কিম্বা, বিশ্ব গুণী সমাবেশের বিদগ্ধ মঞ্চ। তাই তিনি টাইফুন টর্নাডোর মতো ঝড়ের নামে সম্বোধিত। তাঁর দুরন্ত বেগকে রোধে কার সাধ্যি?

'বিদ্রোহী সন্ন্যাসী' সেই চির উজ্জ্বল তেজস্বী পুরুষকেই তুলে ধরার প্রয়াস। এখানে বিদ্রোহী শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। এখানে তিনি বিদ্রোহী শুধুমাত্র অন্যায়ের বিরুদ্ধেই নয়, সরব তিনি অসততার বিরুদ্ধে, সর্ব অসত্যের বিরুদ্ধে। এখানে বিদ্রোহী তিনি যে কোনো বাধা ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যা কিছু মানুষকে এগোতে দেয় না, প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় যে কোনো জয়ের বা পরম প্রাপ্তির মুখে। তিনি সেই বল সেই প্রচন্ড শক্তির প্রতীক যা যে কোনো বন্ধ দরজাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে যদি তার অপর প্রান্তে কোনো শুভ ঈঙ্গিত থাকে, থাকে সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন। এখানে তিনি কুসংস্কারের প্রতি প্রতিবাদী, সোচ্চার তিনি নারীশিক্ষায়। দেশের অভাবী দুঃখী মানুষকে তুলে ধরার বিষয়ে সরব। ব্যাকুল তিনি দেশমাতৃকাকে শৃঙ্খল মুক্ত করতে, তাঁর নীরব অশ্রু মুছতে তৎপর এখানে তিনি, তাঁর ব্যথিত সন্তান রূপে।

মানুষ তার ঘরের কথা ভাবে, পরিবারের কথা ভাবে, বড়জোর তাকে ব্যপ্ত করে সমাজ বা স্বজাতি পর্যন্ত। এখানে নির্ভিক সন্ন্যাসীর কেন্দ্রভূমি হল তাঁর দেশ, তাঁর বিশাল প্রাচীন দেশ, তাঁর পরাধীন দেশ — তাঁর প্রিয় ভারতবর্ষ। উন্নত পশ্চিমে গিয়ে তিনি হাত

পাতেননি। প্রসারিত করেননি তাঁর ভিক্ষার ঝুলি তাঁর অভাবী দরিদ্র দেশের জন্য। তার পরিবর্তে করেছেন লেন-দেনের বোঝাপড়া। উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর দেশের আদর্শ সনাতনী ধর্ম সম্পদ, বেদ, উপনিষদ, গীতার নির্যাস থেকে। দেখিয়েছেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে উৎকর্ষ ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের পথ। পরিবর্তে চেয়েছেন তাদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কুশীলতা, অর্থ, তাঁর নিজের দেশের দুঃখ মোচনের জন্য। তাঁর চৌম্বকীয় ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ বিদেশী বিদেশিনীরা তাঁর জন্য কিছু করতে চাইলে তিনি বলেছেন, ''আমার জন্য যদি কিছু করতে চাও, তাহলে আমার দেশকে ভালোবাস।'' সেই কথা রাখতেই এগিয়ে এলেন তাঁরা, দিলেন তাঁদের শ্রম অর্থ, ভালোবাসলেন স্বামীজির ভারতকে, ভারতবাসীকে। উত্তোলিত হল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিজয় পতাকা, ভারতের মাটিতে। স্থায়িত্ব পেল ঠাকুরের ভবিষ্যৎবাণী ও স্বপ্ন!

সেই একরোখা, আত্মবিশ্বাসী, সাহসী বিলে, নরেন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের সর্ব প্রতিকূলতাকে ছিন্ন করে এগিয়ে যাওয়ার কাহিনি রয়েছে এই গ্রন্থে। রয়েছে অভাবনীয় উত্থান ও পতন ও ঝড়-ঝাপটার মাঝে তাঁর সাফল্য ও অনন্য কর্মকান্ডের এক রোমাঞ্চকর উপাখ্যান। এক অতি সামান্য সন্ন্যাসীর বেশে বিদেশ যাত্রা ও সেই একই মানুষের এক অসামান্য উল্লাস ও অভাবনীয় সংবর্ধনায় ঘেরা প্রত্যাবর্তন। তাঁর সাহসিকতার বিজয়-গাথা শুধু রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের স্থাপনাই করল না তার দীর্ঘায়ত ছায়া উদ্বুদ্ধ করল ভারতের যুব সমাজকে। শৃঙ্খলমুক্ত করল এই দেশকে, ফেরাল স্বাধীনতা।

স্বামীজি বলতেন মানুষের দুই তৃতীয়াংশ হল তার ব্যক্তিত্ব, মাত্র এক তৃতীয়াংশ সে নিজে। ব্যক্তিত্ব এমন এক জিনিস, যা সে চলে গেলেও তার ছাপ রেখে যায়। অসম সাহসী দিব্যপুরুষ স্বামীজি চলে গিয়েও তাঁর অমোঘ ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখে গেলেন। ঠাকুর বলতেন স্বামীজি ছিলেন সপ্তর্ষি মন্ডলের এক ঋষি। দীপ্তপ্রভ সন্ন্যাসী সাহস শক্তির আধার রূপে উজ্জ্বল হয়ে রইলেন, রইলেন শাশ্বত নক্ষত্র হয়ে তারায় ঝলমলে নিকষ কালো রাত্রির গায়ে।

অকুতোভয় বিলে

''ছেলেবেলা থেকেই আমি একটা কঠিন দস্যু ছেলে ছিলাম। নইলে একটি টাকা পকেটে না নিয়ে কি বিশ্ব পরিক্রমনের সাহস করতে পারি?'' বড় হয়ে নিজ মুখে যে কথা স্বীকার করেছিলেন বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ, তিনিই ছিলেন দত্ত বাড়ির বিশ্বনাথ দত্ত ও ভুবনেশ্বরী দেবীর আদরের বীরেশ্বর ওরফে 'বিলে'। অনন্য প্রাণশক্তি ও অভাবনীয় মেধা নিয়ে এসেছিলেন তিনি। তার বিচ্ছুরণ ও প্রকাশ দেখা দিত অতি শিশুকাল থেকেই। ছিল যে কোনো ইচ্ছেকে কার্যকরী করার একরোখামি ও জেদ। সেই ছোট্ট দামাল বিলেকে বাগে আনতে দু দুটো পরিচারিকা রেখেও হিমশিম খেয়ে যেতেন বিলের মা ভুবনেশ্বরী দেবী। তাই শিবের বরব্রাপ্ত সন্তানকে শান্ত করতে শিবকে শান্ত করার প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাতেন। পাতকো থেকে জল তুলে দুরন্ত বিলের মাথায় ঢালতেন জল 'শিব' 'শিব' করে। তাইতেই ছেলে শান্ত হত, বসে থাকত বুঁদ হয়ে। ভোলা মহেশ্বর যেমন ক্ষণে রুষ্ট আবার ক্ষণে তুষ্ট শুধু জল বেলপাতা পেলেই, সেই মহামন্ত্র দিয়েই শান্ত করতেন ভুবনেশ্বরী দেবী, তাঁর আদরের বিলেকে।

অকুতোভয় বিলে। ভয় ডর কাকে বলে জানে না। অসামান্য মেধা বুদ্ধি ও তেজস্বিতার বিচ্ছুরণ ধরা দিত খুব ছেলেবেলা থেকেই, যখন সে বালক মাত্র। আর তার সঙ্গে ছিল উচিৎ অনুচিৎ ও ভালো মন্দের জ্ঞান, রোপিত ছিল আধ্যাত্মিকতার বীজ অন্তরে — যা তিনি জন্মসূত্রে নিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে করে। প্রখর দূরদর্শী সাধক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম দর্শনেই, নরেন্দ্রকে চিনেছিলেন। সম্বোধিত করেছিলেন 'জন্মসিদ্ধ' বলে। সেই জন্মসূত্রে পাওয়া সিদ্ধাই তাঁকে মানুষের অন্তহীন উপকারে ও মঙ্গল কাজে নিযুক্ত করেছিল অতি ছেলেবেলা থেকে। তেমন কোনো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে বিলে তিলার্ধ দ্বিধা করত না। করত না বিলম্ব। এই নিয়ে অজস্র ঘটনা আছে। একবার মাত্র ছয় বছর বয়সে, সে তখন নিজেই বালক, বন্ধুদের সঙ্গে চড়কের মেলা দেখতে যায়। হাতে ছিল মেলা থেকে কেনা শিবের একটি ছোট্ট মূর্তি। মেলা থেকে ফেরার সময় বিকেল সন্ধ্যে হয়ে যায়। সঙ্গীর সঙ্গে হয়ে যায় কিছুটা দূরত্ব। হঠাৎ পিছনে 'গেল গেল' রব উঠলে বিলে চমকে ঘুরে তাকায়। দেখে তার সঙ্গী এক ছুটে আসা ঘোড়ার গাড়ির প্রায় সামনে চলে এসেছে। ভীত ও চলৎশক্তিহীন হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়েছে পথের মাঝখানে। বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়ায় বিলে। শিবের মূর্তিকে বাঁ হাতে নিয়ে ছুটে গিয়ে ডান হাত দিয়ে টেনে আনে সঙ্গীকে। ঘোড়ার খুরের সামনের মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে আনে তাকে, তার প্রাণ বাঁচায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা হতবাক হন এইটুকু ছেলের সাহস দেখে। অনেকে পিঠ ঠুকে দেন। বাড়ি ফিরে এসে মাকে সব কথা জানায় বিলে। মা ছেলের কি বিপদ হতে পারত ভেবে শঙ্কিত হন না। আনন্দে চোখে জল চলে আসে তাঁর। গদগদ চিত্তে বলেন, ''সব সময় এমনই মানুষের মতো কাজ কোরো বাবা।'' সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের উক্তিই সত্যি, ''ভুবনেশ্বরী দেবী সিংহিনী ছিলেন বলেই নরেন্দ্রনাথের মতো পুরুষ সিংহকে জন্ম দিয়েছিলেন।''

অপূর্ব সুন্দর কান্তি, দামাল দূরন্ত স্বভাব, বিদ্রোহী মনোভাব। পৃথিবীর বুকে যেন একটা ঝড় তুলতে এসেছে সে, তারই সম্ভাবনার মেঘ, তারই পূর্বাভাস নবাগত বালক বিলের চোখে-মুখে। রয়েছে আগামী দিনের এক তোলপাড় করা ভবিষ্যতের হাতছানি। 'The child is father of the man' — Robert Browning এর এই কবিতার মতো যে কোনো শিশুর মধ্যে যেমন আসন্ন মানুষের পিতৃত্ব বা মহত্ব লুকোনো থাকে, তেমনভাবে। সেই বিচ্ছুরণের প্রকাশ দেখা দিতে থাকে বিলের মধ্যে খুব ছেলেবেলা থেকে। ইংরেজ বিদ্বেষ, যা ভবিষ্যতের বিবেকানন্দকে করে তুলেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জ্বলন্ত বিপ্লবী মঞ্চের একক নেতা, সেই বীজের প্রকাশ দেখা দিল বালক বিলের মধ্যে অভাবনীয়ভাবে। অনন্য মেধাবী ছেলের পড়াশোনা আরম্ভ হল অভিনব ধাঁচে, ব্যতিক্রমী ধারায়। অসামান্য স্মৃতি শক্তির অধিকারী বিলে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশোনার ক্ষেত্রেও সেই ধ্যান মননকেই সঙ্গী করল। চোখ বন্ধ করে শুনত শিক্ষকের পড়ানো। শিক্ষক, সে ঘুমোচ্ছে ভেবে ধাক্কা দিয়ে পড়া জানতে চাইলে বলে দিত সবকিছু হুবহুভাবে। চমকিত শিক্ষক মুখে না বললেও মনে প্রশংসা না করে পারতেন না। কিন্তু ভাষা শেখার কালে দেখা দিল সমস্যা। অ আ ক খ দিয়ে বাংলা শিখতে আরম্ভ করলেও ইংরেজি শিখতে গিয়ে বেঁকে বসল সে। বিদ্রোহী বালক জানাল যে এ ম্লেচ্ছর ভাষা, সে কিছুতেই শিখবে না। বেঁকে বসলে একরোখা বিলেকে পথে আনা ছিল প্রায় অসম্ভব। কিন্তু শুধুমাত্র নিজের মায়ের কাছে ছিল সে প্রায় মন্ত্রঃপূত। দশ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে গেলেও বিদেশিনী গভর্নেসের কাছে ইংরেজি শিক্ষা পেয়েছিলেন ভুবনেশ্বরী দেবী, তাঁর বিয়ের আগে। সেই শিক্ষা কাজে দিল। ইংরেজ ও ইংরেজি বিদ্বেষী দামাল ছেলেকে বুঝিয়ে কোলে বসিয়ে প্যারীচাঁদ সরকারের ফার্স্ট বুক অফ ইংলিশ পড়িয়ে ইংরেজি শেখাতে আরম্ভ করলেন। ভবিষ্যতের বিশ্ব কাঁপানো বিবেকানন্দের ইংরেজিতে হল হাতেখড়ি।

পরে আমেরিকায় 'ভারতীয় নারী'র দুর্দমনীয় বক্তৃতার আসরে মার্কিন রমণীদের সামনে স্বামীজি বলেছিলেন — কে বলে যে আমাদের দেশের নারীরা অশিক্ষিতা। প্রাথমিক জীবনের সমস্ত শিক্ষাই আমি আমার মায়ের কাছে পেয়েছি। জীবনের বহু সারতত্ত্ব জেনেছি মাতামহী ও প্রমাতামহীর কাছে। তিনি দৃঢ়চিত্তে বলেছিলেন যে হিন্দুধর্মের সংস্কারই এমন। অশিক্ষিতা রমণীকুলের পটভূমিকাতে তাঁর জন্ম কখনোই সম্ভবপর হত না। তাঁর মায়ের শিক্ষাদীক্ষা ও পারিবারিক শিক্ষনস্তর তাঁর উন্নত জন্মক্ষণ ও জন্মসংস্কারের বাহক।

অখণ্ড বুদ্ধি, তেজ ও ন্যায় অন্যায়ের প্রখর জ্ঞান বিদ্রোহের বীজমন্ত্র। সেই মন্ত্র রোপিত